গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
সরকারি কলেজ-৩ অধিশাখা
www.shed.gov.bd

স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০০৫.১৯.২৭৪ তারিখ: ২৭ চৈত্র ১৪২৫ / ৩১ মার্চ ২০১৯

অভিযোগনামা

বিষয়: জনাব মোঃ ইফতেকার আলী (৩৪৯), সহযোগী অধ্যাপক (পরিসংখ্যান) প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ ও বর্তমানে সরকারি বি এম কলেজ, বরিশাল এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী অভিযোগনামা।

যেহেতু, জনাব মোঃ ইফতেকার আলী (৩৪৯), সহযোগী অধ্যাপক (পরিসংখ্যান) প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজে কর্মরত থাকা অবস্থায় বেসরকারি কলেজসমূহে নিয়োগের বিধি বিধান লংঘন করে তিনি নিয়োগ গ্রহণ করেছেন। আপনি সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজে অনিয়মের আশ্রয়গ্রহণ করে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন এবং এ তথ্য জানার পরও তা গোপন করে তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে লিয়েনের আবেদন করেছেন এবং লিয়েন নিয়ে ঐ কলেজে যোগদান করেছেন;

যেহেতু, জনাব মোঃ ইফতেকার আলী সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজে যোগদানের পর কলেজ ব্যবস্থাপনা কমিটির জন্য সুনির্দিষ্ট কার্যবিবরণী রেজিষ্টার সংরক্ষণ করেননি যার ফলে এই কার্যবিবরণী পরিবর্তন করা হয়েছে যাতে তার নিয়োগাদেশ এর বিষয়ে একাধিক কার্যবিবরণী পাওয়া গেছে। তাছাড়া পাঞ্জেরী প্রকাশনার পুস্তক পাঠ্যবই ও সিলেবাস তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে অন্যায়ভাবে লাভবান হয়েছেন;

যেহেতু, জনাব মোঃ ইফতেকার আলী পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এক্ট ২০০৬ অনুসরণ না করে কলেজ তহবিল হতে ১,৪০,০০০০০/- (এক কোটি চল্লিশ লক্ষ) টাকার নির্মাণ কাজ করিয়েছেন। যাতে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে;

যেহেতু, আপনি গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে কলেজে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক কলেজ শহীদ মিনার ও কমনরুম উদ্বোধন করা হয়। ঐ দিন পত্র পত্রিকায় আপনার বিরুদ্ধে অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ ও নানা দুর্নীতি নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ফলে উক্ত কলেজের অনুষ্ঠানে যাওয়া বিব্রতকর প্রতীয়মান হলে কলেজের ছাত্রীদের কথা বিবেচনা করে মাননীয় মন্ত্রী কর্মসূচি বাতিল না করে কলেজ অধ্যক্ষকে উক্ত অনুষ্ঠানে হাজির হতে বারণ করা হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর মহাপরিচালক এর বরাত দিয়ে উক্ত অনুষ্ঠানে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে অধ্যক্ষকে জানানো হয়। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে সংসদে যোগদানের জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মঞ্চ ত্যাগ করার পরপর জনাব ইফতেকার আলী কতিপয় ছাত্রী নিয়ে মঞ্চে আসন গ্রহণ করে বক্তৃতা দিতে থাকেন ও অনুষ্ঠানে উপস্থিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর এর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান কেন বিরত রাখা হয়েছে এ নিয়ে অকথ্য ভাষায় বক্তব্য রাখতে থাকেন;
যেহেতু, একজন দায়িত্বশীল সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে আপনার উক্তরূপ কার্যকলাপ সরকারি চাকরির শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধি পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ)(ই) অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

সেহেতু, আপনাকে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ)(ই) মোতাবেক ''অসদাচরণ'' ও "দুর্নীতি" এর অভিযোগে অভিযুক্ত করা হলো এবং উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আপনাকে কেন "চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করা হবে না অথবা বর্ণিত বিধিমালার আওতায় অন্য কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তার কারণ এ বিধির ৭(১) (খ) ধারা অনুযায়ী অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিতভাবে প্রদানের জন্য নির্দেশ দেয়া হলো। আপনি আত্মপক্ষ সমর্থনে কোন ব্যক্তিগত শুনানি চান কি-না তাও আপনার জবাবে উল্লেখ করার জন্য বলা হলো।

যে অভিযোগবিবরণীর ভিত্তিতে এ অভিযোগনামা প্রস্তুত করা হয়েছে তার অনুলিপি এতৎসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

সোহরাব ২৫.০৩.২০১৯
(মোঃ সোহরাব হোসাইন)
সিনিয়র সচিব

বর্তমান কর্মস্থল:
জনাব মোঃ ইফতেকার আলী (৩৪৯), সহযোগী অধ্যাপক (পরিসংখ্যান) প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ ও বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপি:
১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

অভিযোগ বিবরণী

বিষয়: জনাব মোঃ ইফতেকার আলী (৩৪৯), সহযোগী অধ্যাপক (পরিসংখ্যান) প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ ও বর্তমানে সরকারি বি এম কলেজ, বরিশাল এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক অভিযোগ বিবরণী।

জনাব মোঃ ইফতেকার আলী এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ নিম্নরূপঃ

১। জনাব মোঃ ইফতেকার আলী (৩৪৯), সহযোগী অধ্যাপক (পরিসংখ্যান), ঢাকা কলেজে কর্মরত থাকা অবস্থায় সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজে অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদানের জন্য লিয়েনের আবেদন করলে কর্তৃপক্ষ চার বৎসরের জন্য লিয়ন মঞ্জুর করেন। তিনি উক্ত কলেজে যোগদানের পর নিম্নবর্ণিত অভিযোগসমূহ উত্থাপিত হয়। প্রাথমিক তদন্তে এ সকল অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া যায়।

ক) জনাব মোঃ ইফতেকার আলী (৩৪৯), সহযোগী অধ্যাপক (পরিসংখ্যান) প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ ও বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।বসরকারি কলেজসমূহে নিয়োগের বিধি বিধান লংঘন করে তিনি নিয়োগ গ্রহণ করেছেন;

খ) তিনি সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজে অনিয়মের আশ্রয়গ্রহণ করে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন এবং এ তথ্য জানার পরও তা গোপন করে তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে লিয়েনের আবেদন করেছেন এবং লিয়েন নিয়ে ঐ কলেজে যোগদান করেছেন;

গ) জনাব মোঃ ইফতেকার আলী সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজে যোগদানের পর কলেজ ব্যবস্থাপনা কমিটির জন্য সুনির্দ্দিষ্ট কার্যবিবরণী রেজিষ্টার সংরক্ষণ করেননি যার ফলে এই কার্যবিবরণী পরিবর্তন করা হয়েছে যাতে তার নিয়োগাদেশ এর বিষয়ে একাধিক কার্যবিবরণী পাওয়া গেছে;

ঘ) জনাব মোঃ ইফতেকার আলী পাঞ্জেরী প্রকাশনার পুস্তক পাঠ্যবই ও সিলেবাস তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে অন্যায়ভাবে লাভবান হয়েছেন;

ঙ) জনাব মোঃ ইফতেকার আলী পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এক্ট ২০০৬ অনুসরণ না করে কলেজ তহবিল হতে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকার নির্মাণ কাজ করিয়েছেন। যাতে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে;

চ) জনাব মোঃ ইফতেকার আলী গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে কলেজে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক কলেজে শহীদ মিনার ও কমনরুম উদ্বোধন করা হয়। ঐ দিন পত্রপত্রিকায় তার বিরুদ্ধে অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ ও নানা দুর্নীতি নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ফলে উক্ত কলেজের অনুষ্ঠানে যাওয়া বিব্রতকর প্রতীয়মান হলে কলেজের ছাত্রীদের কথা বিবেচনা করে মাননীয় মন্ত্রী কর্মসূচি বাতিল না করে কলেজ অধ্যক্ষকে উক্ত অনুষ্ঠানে হাজির হতে বারণ করা হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর মহাপরিচালক এর বরাত দিয়ে উক্ত অনুষ্ঠানে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে অধ্যক্ষকে জানানো হয়। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে সংসদে যোগদানের জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর মঞ্চ ত্যাগ করার পরপর জনাব ইফতেকার আলী কতিপয় ছাত্রী নিয়ে মঞ্চে আসন গ্রহণ করে বক্তৃতা দিতে থাকেন ও অনুষ্ঠানে উপস্থিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর এর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান কেন বিরত রাখা হয়েছে এ নিয়ে অকথ্য ভাষায় বক্তব্য রাখতে থাকেন;

যেহেতু, একজন দায়িত্বশীল সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে আপনার উক্তরূপ কার্যকলাপ সরকারি চাকরির শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধি পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ)(ই) অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

সেহেতু, জনাব মোঃ ইফতেকার আলী-কে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ)(ই) অনুযায়ী ''অসদাচরণ'' ও "দুর্নীতি" এর অভিযোগে অভিযুক্ত করা হলো।

সোহরাব ২৫.০৩.২০১৯

(মোঃ সোহরাব হোসাইন)
সিনিয়র সচিব